আশমানি রঙের বেড়াল

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

আধুনিকোত্তর ভাবধারা (Post-modernism) একটা ছাতা - মার্কা শব্দ। নানা ধরণের উল্টো-পাল্টা মতামত এর তলায় দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। গঠনমূলবাদ (Structuralism,সংক্ষেপে গবাদ), উত্তর গঠনমূলকবাদ (Post - structuralism, সংক্ষেপে উগবাদ,) নারীবাদ, পাঠকের সাড়া (reader response) ইত্যাদি ইত্যাদি নানা পরিমার্গ (approach) 'আধুনিকোত্তর' নামে চলে। সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ (cultural materialism) আর তার মার্কিন রূপ, নব ইতিহাসবাদ (new historicism) -ও একই ছাতার তলায় ঢুকে পড়েছে।

ছাতার রূপকটি যদি পছন্দ না হয়, তবে একটি জঙ্গি রূপক ব্যবহার করা যাক। 'আধুনিকোত্তর' হলো এক ফৌজি ছাউনি, তার ভেতর অনেক কটি শিবির আছে। এক শিবিরের সঙ্গে অন্য শিবিরের কোনো জল-অচল বিরোধ নেই। ফুকো আর গ্রামশিকে মিলিয়ে কেউ দিব্যি দিন কাটাচ্ছে; নারীবাদ আর বিনির্মাণ (deconstruction) যেন দুই বোন।

আধুনিকোত্তর ভাবধারার সবদিক নিয়ে আলোচনায় যাব না। বেকার সময় নষ্ট হবে—আমারও, পাঠকেরও। খুব ঝাপসাভাবে ঐ ভাবধারার যে ছাপ কলকাতার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পড়েছে, তার একটি দিক এখানে বেছে নিচ্ছি। সেটি হলো : যুক্তি বিরোধিতা। গলা ফুলিয়ে কিছু লোক বলে বেড়াচ্ছেন : যুক্তিতে মানুষের মুক্তি নেই। যা কিছু খারাপ লাগে তার সঙ্গেই যুক্তির একটা সম্পর্ক বার করা হচ্ছে। যুক্তি মানেই পশ্চিমের ব্যাপার, সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার, সব আপদের মূল। জনৈক যুক্তিবাদ - বিরোধী লিখেছেন: 'পুঁজির পুণ্যসেবাতেই নিয়োজিত (=নিযুক্ত?) ছিল পশ্চিমী যৌক্তিকবাদ, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার ছিল ওতপ্রোত যোগ। সুতরাং আশ্চর্য কী, পারিপার্শ্বিকের চাপে, সেই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে যৌক্তিকতাবাদী নানা প্রকার (=ক্যাটিগরি) ও ধারণাও প্রসঙ্গবিহীন হয়ে পড়বে, অন্যতম মাত্রা পাবে ভদ্রলোকদের মর্মে।'

এটি যদি নেহাতই প্রলাপ বলে মনে হয়, তবে সুদীপ্ত কবিরাজ-এর বঙ্কিম বিচার পড়ে দেখুন। কমলাকান্ত যে আদালতে হাজির হয় সেখানে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বহাল— শুধু এইটুকু বললে চলে না, বলতে হবে colonial rationalist systen বা the rationalist systen of the court।

একটা প্রশ্ন গোড়াতেই উঠবে। যে যুক্তিকে হঠানোর জন্য এত হৈ চৈ, তার জন্যে এঁদের কোন্ পথ ধরছেন? যুক্তিরই তো? যাকে হঠাতে হবে তাকেই আশয় করাটা কি ঠিক হচ্ছে?

এর অবশ্য একটা উত্তর দিয়েছেন দীপেশ চক্রবর্তী। যুক্তিকে তিনি পুরোপুরি খারিজ করেন না, শুধু তার সীমাটা বুঝে নিতে চান।

অর্থাৎ যুক্তিকে আর সিংহাসনে বসতে দেওয়া হবে না; তার মহিমা সম্পর্কে যেসব অতিধারণা চালু আছে, সেগুলো কাটাতে হবে— এই হলো সারকথা। এই আধুনিকোত্তর অবস্থানটি একটু বিচার করে দেখা যাক।

> পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' গল্পে, বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানার দেওয়ালে, নানা জিনিসের মধ্যে প্রথমেই নজরে পড়ে একটি কার্পেটে বোনা ছবি, কালো জমির উপর আসমানী রঙের বিড়াল। যুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশম ছিল না, সুতরাং বিড়ালটির এই দশা হইয়াছে। ছবির নীচে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা—CAT।

আকাশনীল বেড়াল—ব্যাপারটি এমনিতেই বেশ মজার। কিন্তু কেন? সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ অমন উদ্ভট রঙের বেড়াল কার্পেটের ওপর বুনবে না। পরশুরাম যদি শুধু এইটুকুই লিখে ছেড়ে দিতেন তাহলে বিনির্মানবাদীর খুবই ফুর্তি হতো, সন্দেহ নেই। আশমানি বেড়ালকে খোরাক করে তিনি বিস্তর হেজাতে পারতেন। কিন্তু মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো পরশুরাম তার কারণটিও ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন: প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশমের আকাল হয়েছিল। এই তথ্যটি থেকে

সৃষ্টিসন্ধান

এবার যুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হলো। বেড়ালটি সাদা হওয়ার কথা, কিন্তু সাদা পশমের অভাবে— মধুর অভাবে গুড়ের মতো— আশমানি রঙের বেড়াল-ই বুনতে হয়েছে।

কারণটা জানা গেলে, মজা কমে না, বরং বাড়ে। এতে রচয়িত্রী মানিনী দেবীর কাণ্ডজ্ঞানের অভাবও ধরা পড়ে। বেড়ালটা যে ঠিক বেড়ালের মতো হয় নি— তা-ও জানা যায়। কী করে? নিচে CAT লিখে দিতে হয়েছে— নইলে হয়তো নীল ঘোড়াও মনে হতে পারত! তাই CAT লেখার পেছনেও একটা যুক্তি থাকে। আর সেটা যে হাস্যকর তাও বোঝা যায়।

এই যুক্তি আমাদের নিত্যসঙ্গী। ঘরে-বাইরে নানা কাজে আমরা এটি প্রয়োগ করি। যাবতীয় আবিষ্কার - উদ্ভাবনের পেছনে কাজ করে ঐ যুক্তি। এটা কী, ওটা কেন, সেটা কী করে হয়— এ সবেরই পেছনে আছে তথ্য ও তার সঙ্গে যুক্তি জানার চেষ্টা। মানুষের ক্ষেত্রে এটি সহজাত। যেমন সহজাত তার প্রবৃত্তি ও আবেগ।

এগুলো কোনো নতুন কথা নয়। এর জন্যে ন্যায়শাস্ত্র পড়তে হয় না। আরিস্তোতল -এর নামের বানান না-জানলেও চলে। প্রশ্ন হলো: যুক্তিবোধকে সচেতনভাবে কাজে লাগানো হবে কি না। প্রবৃত্তি আর আবেগকে সংযত করার কাজে যুক্তিকেই সহায় বলে ধরা হবে কিনা।

প্রবৃত্তি ও আবেগের ক্ষেত্রে কোনো সচেতন চেষ্টা লাগে না। আপনা থেকেই তারা কাজ করে। ডায়াবেটিস -এর রুগি যদি মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন, তবে তাঁর মনও মিষ্টির জন্যে ছোঁকছোঁক করবে। এখানেই যুক্তি দিয়ে তাঁকে বুঝতে হয়: মিষ্টি খাওয়াটা তার পক্ষে ঠিক হবে না। সব প্রবৃত্তি বা সব আবেগই জোর করে দমন করতে হবে— এমন কথা কোনা যুক্তিশীল লোকও বলবেন না। যে প্রবৃত্তি বা আবেগ ক্ষতিকর নয়, তার ক্ষেত্রে জোর করে দমন করার - এখনকার ছেলেমেয়েদের ভাষায় - কোনো সিন্-ই নেই। কোন্ প্রবৃত্তি বা আবেগ ক্ষতিকর, কোন্টা নয়-সেটা কিন্তু যুক্তি দিয়েই বুঝতে হয়। ডায়েবেটিস-এর রুগি যদি রসগোল্লা খায় সেটা তাঁর পক্ষেও সুখের কারণ হবে না।

যুক্তির উল্টোদিকে প্রথমে রাখা হলো প্রবৃত্তি আর আবেগকে। এছাড়াও যুক্তির উল্টোদিকে থাকে— অন্ধ বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস মনে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত তথ্যে বিশ্বাস নয়। সে ধরণের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির কোনো বিরোধ নেই। এখানে বিশ্বাস বলতে বোঝানো হয় অলৌকিক ও অপ্রামাণ্য বিষয়ে বিশ্বাস (যেমন ঈশ্বর, স্বর্গ -নরক ইত্যাদি), আর বিনা বিচারে যে কোনো ধর্মগ্রন্থ বা গুরুবাক্য চোখ বুজে মেনে নেওয়া। আঠেরো শতকের ফ্রান্সে দীপায়ন Enlightenment এর যুগে এই ধরণের অমুলক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল যুক্তিকে। সেই ধারাতেই ইওরোপের ভাবনা জাগাতে এসেছিল বড় রকমের পালাবদল। তার পক্ষে সবচেয়ে বড় সহায় হয়েছিল ১৭৮৯-এর ফরাসি বিপ্লব।

আগেই বলা হযেছে, যুক্তি মানুষ মাত্রেরই সহজাত! ইংরেজ দার্শনিক লক-এর একটি মন্তব্য অনেকেরই জানা আছে: ঈশ্বর করুণাময়, মানুষকে যুক্তিবিদ্যা শেখানোর জন্যে নিশ্চয়ই তাঁকে অরিস্তোতল -এর শরণ নিতে হয় নি। সব দেশের সব মানুষের মধ্যেই যুক্তি কাজ করে। আলাদা করে ইওরোপের কথা ভাবার কোনো কারণ নেই। 'খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে, জোড় মিলিয়ে পশ্চিমী যৌক্তিকতাবাদ, কখনো প্রাচ্যবাদ, কখনো হিতবাদের প্রচ্ছদে পশ্চিমের বাইরে পা বাড়িয়েছিল' —কথাটা আগাগোড়াই ভুল। তার কারণই এই:

১. 'পশ্চিমী যৌক্তিকতাবাদ' বলে একটা আলাদা ধারা কল্পনা করাটাই ভুল, অজ্ঞতার পরিচয়। চার্বাক/লোকায়ত দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এই একই যুক্তিবাদে সূচনা দেখতে পাই। মনু মহারাজ তাই নাস্তিকদের গালাগাল করেন 'হৈতুক (৪। ৩০) বলে, কারণ তাঁরা বেদকে অভ্রান্ত, স্মৃতিশাস্ত্রকে অভ্রান্ত মনে করেন না, পরলোক মানেন না। 'রামায়ণ' ও 'বিষ্ণুপুরাণ' -ও নাস্তিক লোকায়তিকদের সম্পর্কে এই সূত্রে আপত্তি তোলা হয়েছে।

২. পশ্চিমের বাইরে পা বাড়ানোর আগে, পশ্চিমের মধ্যেই খ্রিস্টধর্মের মোহন্তদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদকে লড়তে হয়েছে। খ্রিস্টধর্ম আর যুক্তিবাদের সম্পর্ক চিরকালই সাপে - নেউলের।

৩.ভারতে 'খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে, জোর মিলিয়ে' যুক্তিবাদ এসেছিল— এটিও একটি অপপ্রচার। এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, নানা কিসিমের খ্রিস্টধর্মীয় সম্প্রদায় আর বিলেত

সৃষ্টিসন্ধান

থেকে আসা ইংরেজ যুক্তিবাদীরা আদৌ একসঙ্গে চলতেন না। তাঁদের মধ্যে বিরোধই ছিল বেশি। ডেভিড হেয়ার নাস্তিক ছিলেন বলে তাঁর কবরের জায়গা দেওয়া হয় নি। গোলদিঘিতে তাঁর কবর এখনও রয়েছে।

৪. প্রাচ্যবাদ (Orientalism) শব্দটির এই নতুন তাৎপর্য দিয়েছিলেন এডওয়ার্ড সায়েদ। আদৌ যুক্তিবাদের সঙ্গে এটি যুক্ত ছিল না, খ্রিস্টধর্মের সঙ্গেও নয়। যে-সাহেবরা প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা করতেন তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন ভারতপ্রেমিক, কেউ কেউ ভারতবিদ্বেষী, কেউ বা আবার একেবারেই অরাজনীতিক। প্রাচ্যবিদ্যাই ভারতের জাগরণের অন্যতম উপাদান; বরং পাদ্রিদের একটা বড় অংশ সংস্কৃত বই পেলেই পুড়িয়ে দিত। এই বিষয়ে ক্যাথলিক - প্রটেস্টান্ট ভেদ ছিল না। যে-বই যত পুরনো ততই তাদের ধংসের আগ্রহ ছিল বেশি। প্রাচ্যবিদ্‌রাই বরং বহু বই ছাপিয়ে বার করে খ্রিস্টান মিশনারিদের হাত থেকে সেগুলো রক্ষা করেছেন। সুতরাং যুক্তিবাদ, খ্রিস্টধর্ম, প্রাচ্যবিদ্যা—এদের মধ্যে সরল সমীকরণ টানাটা আগাগোড়া ভুল। মেকলে-র কুখ্যাত 'মিনিট' (১৮৩৫)-এ প্রাচ্যর জ্ঞানভাণ্ডারকে এককথায় নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের পরিহাস! তারপর থেকে ইউরোপ ও ভারতে প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা শুরু হলো তাতে যোগ দিলেন সব দেশের বিদ্বানরাই। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নামে একটি নতুন বিদ্যার জন্ম হলো।

যুক্তির বিরুদ্ধে আধুনিকোত্তর এই জেহাদ আমাদের কোন্‌দিকে নিয়ে যাচ্ছে? যুক্তি যদি এতই খারাপ জিনিস হয় তবে নিশ্চয়ই তার বদলে অন্য আশ্রয় খোঁজা উচিত। কিছুকাল আগে (সম্ভবত ১৯৭৯-৮০ সালে) উমবের্তো একো (এঁকে এখন অন্যতম আধুনিকোত্তর গুরু বলে ধরা হয়; যদিও তাঁর 'Interpretation and Over interpreation' সব আধুনিকোত্তরকে খুশি করবে না) 'যুক্তির সঙ্কট' বলে একটি ইতালিয় প্রবন্ধসঙ্কলনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল : যুক্তি দিয়ে যদি জগৎকে আর ব্যাখ্যা করা না যায়, তাহলে আমরা কোন্ উপকরণের আশ্রয় নেব: অনুভূতি, প্রলাপ, কবিতা, মরমিয়া নীরবতা, সার্ডিন মাছের টিন খোলার যন্ত্র, হাইজাম্প, যৌনতা, শিরার ভেতর দিয়ে সহানভূতিশীল কালির ইঞ্জেকশন?

একো-র ঠাট্টাটি বেশ মোক্ষম। এত দিন পরেও যাঁরা যুক্তির সীমাবদ্ধতা নিয়ে বলেছেন (আর বলছেন তো বলছেনই, ভাঙা রেকর্ডের মতো বেজেই চলেছে), তাঁরা কেউ কিন্তু কোনো বিকল্পর সন্ধান দিতে পারছেন না, বা কোনো পরিপূরকের কথাও জানাচ্ছেন না। যুক্তি দিয়ে যুক্তির 'critique' তাই আর এগোতে পারছেন না। নিজের কোনো বক্তব্য স্থাপন করার দায় নেই, শুধু পরের মতো শুনেই কাজ শেষ— একে তর্ক বলে না, এর নাম বিতণ্ডা। যুক্তিবিরোধীরা আসলে বৈতণ্ডিক।

যুক্তিবিরোধিতার এই নতুন রূপ তাই সত্যিই খুব নতুন নয়। চিরকালই ধর্মগুরুরা বলে এসেছেন, ''বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।'' অযুক্তিবাদী দার্শনিকরা প্রচার করেছেন, প্রবৃত্তি ও আবেগের মাহাত্ম্য (নিট্‌শে যার উৎসমুখ, হাইডেগ্‌লার প্রমুখ তাঁরই উত্তরসুরি)। এঁদের তবু যুক্তির পাল্‌টা হিসেবে একটা কিছু দাঁড় করানোর ছিল। আধুনিকোত্তর যুক্তিবিরোধীদের তাও নেই। ফলে ত্রিশঙ্কুর মতো প্রবৃত্তি আবেগ/ বিশ্বাস আর যুক্তির মধ্যে কোথাও পা না- রেখে আকাশেই তাঁদের ঝুলে থাকতে হয়।

পৃথিবীর অন্য দেশের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। আমাদের দেশে এই যুক্তিবিরোধিতার ফল খুবই মারাত্মক হয়েছে ও হবে। আশার কবি আধুনিকোত্তর লেখকরাও স্বীকার করবেন: পাশ্চাত্য যৌক্তিকতাবাদের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও অলৌকিক বিশ্বাস এখনও ব্যাপক, যুক্তি সম্পর্কে - চেতনাই খুব কম। সেখানে সাহেবসুবোর নাম করে যুক্তিবিরোধিতা করা মানে পাগলকে সাঁকো নাড়া দিতে বলা। যারা ধর্ম উস্‌কে রাজনীতি করে তাদের সঙ্গে— না চাইলেও - দিব্যি একটা যুক্তফ্রন্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আধুনিকোত্তর মনীষীরা সচেতন তো?

সৃষ্টিসন্ধান